Bodhsandhya
Tenth Edition
February, 2006

দশম বর্ষ,
দশম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি, ২০০৬

প্রকাশক ঃ
বোধসন্ধ্যা
এস - ৪৩৯, গ্রেটার কৈলাশ
পার্ট - টু
নিউ দিল্লী - ১১০০৪৮

প্রচ্ছদ
শম্পা সরকার (দাস)

মুদ্রাক্ষর বিন্যাস, মুদ্রণ
রমা চক্রবর্তী
ডি-৬৩০, চিত্তরঞ্জন পার্ক
নিউ দিল্লী - ১১০০১৯
ফোন ঃ ৪১৬০৩৯৯৬

দায়িত্ব

তনুকা ভৌমিক এন্দ

'আর এক পিস্ কেক দিই, উর্মিলা? ছোট্ট এক পিস'! ব্ল্যাক ফরেস্ট-এর এক টুকরো টুপ ক'রে পড়ে মিসেস উর্মিলা সরকারের এগিয়ে ধরা প্লেটের উপর।

'আন্টি, আইসিং এর রোজটা নেব?' অনুরোধ বুবুনের।

'অফ কোর্স। পিকু, এস, তুমিও একটা রোজ নাও।'

বার্থ-ডে কেকের টুকরো নিয়ে ঘুরে ঘুরে সকলের খাওয়ার তদারক করে সোনালী। শেষে একবার চট্ করে কিচেনের অবস্থা দেখতে যায়, ডিনারের বন্দোবস্ত সব ঠিক আছে তো?

কিচেনে কিষণের থাকার কথা, অথচ কিচেন ফাঁকা। নিশ্চয়ই বিড়ি-সিগারেট খেতে বেরিয়েছে সাইডের দরজা দিয়ে। ফাঁকা ঘরে হঠাৎ কালো লোকগুলি মনের মধ্যে হানা দেয়। তাড়াতাড়ি মন শক্ত ক'রে খাবার আয়োজন দেখতে থাকে সোনালী।

'ম্যাডাম্, কিছু চিন্তা ক'রবেন না। এদিকে সব ঠিক আছে।' কিষণ যেন কোন ফাঁকে ফিরে এসেছে।

'জানি কিষণ, তুমি থাকতে আমার কোন টেনশন নেই। তাও একবার..' ব'লতে ব'লতে...

'মা! মা'! ঝড়ের মত টিনা এসে হাজির। 'সবাই তোমাকে খুঁজছে। শীগগির এস!' হাত ধ'রে টানতে টানতে মা-কে বসার ঘরে নিয়ে যায় টিনা।

টিনাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে আজকে। বারো বছরের জন্মদিনে, কৈশোরের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে সে। কি সুন্দর। মনে মনে প্রশংসা না ক'রে পারে না সোনালী। আবার মনে হয়, সব মায়ের চোখেই তাদের মেয়েরা সুন্দর।

'কি, মা-মেয়ের কি মিটিং হচ্ছিল?' মিঃ ব্যানার্জীর কথায় ভাবনার সুতো কেটে যায়।

'টপ সিক্রেট।' হাসতে হাসতে জবাব দেয় সোনালী।

'কানেরটা নতুন বানালে?' জয়তীর প্রশ্ন।

'না গো, দু' বছরের উপর হ'য়ে গেল বানিয়েছি।'

'ও মা, দেখে মনে হচ্ছে একেবারে নতুন।'

পার্টি চ'লতে থাকে। শাড়ী, গয়না, বেড়ান, সিনেমা, রাজনীতি, মুখরোচক পি.এন.পি.সি. সব ঢেউয়ের তালে ওঠে এবং পড়ে। ডিনার আর কফির পর্ব শেষ হ'য়ে টিনার বন্ধুরা, রবি আর সোনালীর বন্ধুরা একে একে যেতে যেতে রাত বারোটা বাজে।

শুতে গিয়ে সোনালী ভাবে — আজকে আমি এত টায়ার্ড, শুয়েই ঘুমিয়ে প'ড়ব। আজকে আর কালো লোকগুলো বিরক্ত ক'রবে না। রবি সুখী মানুষ, বিছানায় প'ড়তে না প'ড়তেই ঘুম। হাত বাড়িয়ে বেড ল্যাম্পের সুইচ বন্ধ ক'রে ঘুমের প্রার্থনা করে সোনালী। হে ভগবান, ঘুম যেন চট ক'রে এসে যায়।

কিন্তু না। টিক্‌টিক্ ঘড়ির শব্দ শুনতে হয়। রবির মৃদু নাক ডাকা শুনতে হয়। ঘুম আসে না।

'রবি, শুনছ? অ্যাই, রবি!' আস্তে ঠেলা দেয় সোনালী।

'উঁ?'

'শোন না, ঘুম আসছে না।'

'চেষ্টা কর। ঠিক আসবে।' ঘুম-জড়ান গলার উত্তর।

'একটা কথা শুনবে?'

'মৃম্?!

'কনট্‌প্লেসে রাস্তার ধারে ফুটপাথে কতগুলো লোক থাকে দেখেছ''

'ফুটপাথে তো কত লোকই থাকে!'

"কি কালো লোকগুলো! ওরা ছেলে-মেয়ে, বাবা-মা সবাই মিলে ফুটপাথে থাকে। ওখানে উনুন পেতে হাঁড়ি চাপিয়ে কি জানি কি রান্না করে। ছেঁড়া সব কাপড় রেলিংয়ে মেলে দেয়। রাত্রে কি জানি কিভাবে থাকে। টিনার বয়সী মেয়েগুলোর কি দশা হয়...' গাঢ় নিঃশ্বাসের শব্দেসোনালী টের পায় যে রবি ঘুমিয়ে প'ড়েছে।

কালো লোকগুলোকে ভুলতে পারে না সোনালী।

কে জানে কোত্থেকে আসে ওরা! কেন ওরা শীতে-গ্রীষ্মে রাস্তায় সংসার পেতে থাকে, কেন ওরা অকরুণ সমাজের ব্যভিচারের শিকার হয়, আর কেনই বা সোনালী আর তার পরিবার নরম বিছানায়, নিরাপত্তার ওমে ঘুমোতে পারে, তার কারণ কে বলে দেবে?

২

ঘুম থেকে উঠতে বেলা হল। রবি এদিকে অফিস যাওয়ার জন্য প্রায় তৈরী। সোনালীকে উঠতে দেখে বলল— 'ঘুম হল?'

হাই তুলতে তুলতে সোনালী বলে—

'ব্রেকফাস্ট ক'রেছ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও শোনো, আজকে ফিরতে রাত হ'তে পারে। বিকেলের দিকে একটা মিটিং আছে। ডিনারে আমার জন্য ওয়েট কোর না।'

'আচ্ছা। টিনা কি নিজের ঘরে?'

'তাই তো মনে হ'ল। আজকে স্কুলে যায়নি — কি ব্যাপার?!

'ওর ছুটি আছে আজকে। দুজনে মিলে 'স্ক্র্যাবল্' খেলব ঠিক ক'রেছিলাম।'

রবি ব্রিফকেস হাতে এতক্ষণে দরজার বাইরে। 'ওকে, সী ইউ।'

'বাই।' দরজায় দাঁড়িয়ে রবিকে দেখতে দেখতে আর একটা ছোট্ট হাই তুলল সোনালী। উঠতে দেরী হ'য়েছে — শরীরটা ম্যাজ্ ম্যাজ্ ক'রছে। এখন স্নান ক'রলে বরং একটু ফ্রেশ লাগবে।

'মা, ফোন বাজছে...' টিনার গলা পায়।

ফোন তুলে অচেনা গলার আওয়াজ।

'কিরে, চিনতে পারছিস্ না?'

'ন্না...'

'আমি শোভন।'

'শোভন? কলকাতার? কলেজের?'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছিস।'

'এত বছর পরে তোর গলা শুনলাম। কোত্থেকে কথা বলছিস? কেমন আছিস বল্?'

'দাঁড়া, দাঁড়া। সব শুনবি। আগে বল্, আজকে করছিস কি দুপুরে? মানে ফ্রী আছিস?'

'ফ্রী মানে...' ইতস্তত করে সোনালী। 'ফ্রী এমনিতে আছি। আসলে আজকে মেয়ের স্কুল ছুটি। ও বাড়ীতে আছে। তুই বরং চ'লে আয় না। আমার ফোন নম্বর কার কাছে পেলি রে? এতদিন কন্ট্যাক্ট নেই...'

'নন্দিনী দিল। আমি তাহলে চ'লেই আসছি কিছুক্ষণের মধ্যে। তোর বাড়ীর ঠিকানা আর 'ডিরেক্শন'টা একবার দে তো।'

ফোন রেখে দিয়ে সোনালী ভাবছিল কলকাতার কলেজ-জীবনের কথা। ছাত্র ভালই ছিল শোভন, সোনালীদের দলের সাথে ভাল ভাব ছিল ওর। একটু সিরিয়াস ধরণের ছেলে। থার্ড-ইয়ারে হঠাৎ জড়িয়ে পড়ল রাজনীতিতে। মুখে দাড়ি, কাঁধে ঝোলা —শোভন হ'য়ে উঠল কলেজে বামপন্থী রাজনীতির একজন কর্ণধার। পার্ট-টু'র রেজাল্টও ভাল হ'ল না। পাশ ক'রে যাওয়ার পরও মাঝে মাঝে আড্ডা মারতে আসত ও সোনালীদের বাড়িতে। সেটা ক'মতে ক'মতে একদিন যোগাযোগ সম্পূর্ণই কেটে গেল।

'ও মা, কখন থেকে ডাকছি। কার ফোন ছিল?' টিনার কথায় সম্বিৎ ফিরে আসে। এক পুরোন বন্ধু, বুঝলি? আসবে এখানে দুপুরে।'

শোভন এলো বেলা বারোটার পর। কলিং-বেল এর আওয়াজে সোনালীর আগে টিনাই পৌঁছে গেছে দরজার কাছে।

'মা, তোমাকে এক ভদ্রলোক ডাকছেন।'

শোভনের চেহারা দেখে সোনালী একেবারে অবাক। রোগা, পাকিয়ে-যাওয়া দড়ির মত চেহারা, এক সময়ের ফর্সা মুখ পুড়ে কালো — চেনাই যায় না একেবারে। কিন্তু দাড়ির ফাঁকে পরিচিত হাসি উঁকি মারতেই সোনালীর মনে প'ড়ে যায় পুরোন শোভনকে।

'আয়, আয়, ভেতরে আয়। টিনা, শোভন আঙ্কল্। আমরা একসাথে কলেজে পড়তাম।'

'হাই।'

শোভনও এদিকে সোনালীকে খুঁটিয়ে দেখছে। আগের থেকে মোটা, ফর্সা লাগছে বটে, তবে চেহারার খুব একটা হেরফের হয় নি।

'কী রে, খুব বুড়ী হ'য়ে গেছি, না?'

'ধ্যাৎ, কি বকছিস।' হো হো ক'রে হেসে ওঠে শোভন। হাসতে হাসতে চোখ চালিয়ে দেয় ঘরের চারধারে। মসৃণ দেয়ালে ছবি ঝোলান, মেঝেতে দামী কার্পেট। নরম গদীওয়ালা সোফা। ঘরের কোনে পটেড্ প্লান্টে সুন্দর সবুজের ছোঁয়া।

'শোভন, ঠান্ডা কিছু ব'লে দিই?'

সোনালীর কথায় চট্‌কা ভাঙে শোভনের। বাইরের রোদের থেকে এসে এই ঠান্ডা আইসক্রীমের মত ঘরে ঢুকে ও যেন আচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়েছিল।

'বল্।'

'আর একটু বাদে লাঞ্চ খাওয়া যাবে? আমি কিষণকে বলেছি সব রেডি ক'রে রাখতে।'

'মা, আমি একটু শ্বেতাকে ফোন ক'রতে যাচ্ছি।'

'যাও। কিন্তু ফিফটিন মিনিট্‌স্ বাদে খেতে এসো।'

'ওকে। বাই, আঙ্কল্।'

শোভন হাত নাড়ে। পাল্টা 'বাই' বলাটা মুখে আসে না। কিষণের আনা কোল্ড ড্রিংকের গ্লাস শোভনের হাতে একটা দিয়ে ওর উল্টো দিকের সোফায় ব'সে পড়ে সোনালী।

'এবার বল্। কিভাবে, কোত্থেকে, এতদিন পর আবির্ভূত হ'লি। কোথায় আছিস, কি করছিস...'

৩

শোভন চ'লে যাওয়ার পর জানলার পাশে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সোনালী। বিচলিত লাগছে। রবির কোম্পানীর বিরুদ্ধে গিয়ে কোন কাজ করার কথা ও ভাবতেই পারে না। রবির রোজগারেই ওদের খাওয়া-পরা-বাসস্থানের খরচ চ'লছে। নিজে রোজগার করে না ব'লে সোনালীর মনে মাঝে মাঝে একটা সূক্ষ্ম কাঁটা বেঁধে। স্বামীর প্রতি, মেয়ের প্রতি কর্তব্যের ব্যাপারে তাই সে খুবই সজাগ।

নাঃ, কিছুতেই পারবে না। রবির কেরিয়ারের ক্ষতি মানে তো তার নিজেরই ক্ষতি। ....কিন্তু সেই নির্দোষ শ্রমিকটা? কি যেন নাম ব'লল শোভন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, গোবিন্দ। ইলেকট্রোকিউটেড হ'য়ে মারা গেছে যখন কারখানায় দু' একজন ছাড়া আর কেউ ছিল না। 'ম্যানেজ্‌মেন্ট' ওটাকে 'ন্যাচারাল ডেথ্' বা স্বাভাবিক মৃত্যু ব'লে চালাবার চেষ্টা ক'রছে। ক্যাজুয়াল শ্রমিক ব'লে গোবিন্দর নিশ্চয়ই কোম্পানীর থেকে টাকা পয়সাও বেশী পাওনা নেই। যদি না ঘুষ হিসেবে... না, না, রবির সম্বন্ধে এ'রকম ভাবতেও মনের মধ্যে বিদ্রোহের ঝড় ওঠে। পরশু, ওর ট্যুরের উদ্দেশ্য যে ঘুষ দিয়ে একটা মিটমাট ক'রে ওর কোম্পানীকে বিপদের হাত থেকে বাঁচান, তা' আজই দুপুরে সোনালী জানতে পেরেছে।

শোভন এখন একটা বামপন্থী দলের গ্রাসরুট পর্যায়ে সক্রিয় সদস্য। রবির কোম্পানীর এক কারখানা যে গ্রামে তার কাছেই ও থাকে। নিজের দলের হ'য়ে গ্রামবাসীদের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়ান আর তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজ করে। কয়েকদিন আগে রবিদের কোম্পানীর এক সাধারণ মজদুর - নাম গোবিন্দ - রাতে কাজ করার সময়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হ'য়ে মারা যায়। শোভনের দলের লোকেরা এখন চেষ্টা ক'রছে সত্যি ঘটনা যা'তে প্রকাশ পায় আর রবিদের কোম্পানী যাতে সেফ্‌টি রুল অমান্য করার জন্য শাস্তি পায়। অন্যদিকে রবিদের চেষ্টা চ'লছে — যা'তে টাকা পয়সা দিয়ে কেস্‌টাকে ধামাচাপা দেওয়া যায়।

কোম্পানীর 'ভাইস্-প্রেসিডেন্ট' হিসেবে রবির ঐ কারখানায় যাওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গোবিন্দর মৃত্যুর এক বড় সাক্ষী মোটা দাঁও মারার আশায় ব'সে আছে রবির প্রতীক্ষায়। শোভনদের অবশ্য বিশ্বাস যে দু'-তিনদিন সময় হাতে পেলে ওরা এই সাক্ষীকে দিয়ে একটা কেস্ করানর ব্যবস্থা ক'রতে পারবে। রবির থেকে জুনিয়র কোন অফিসারের সাথে কথা ব'লতে সাক্ষী রাজী নয়। আবার কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট এখন দেশের বাইরে। অতএব সোনালী যদি রবির ট্যুরটা কোনমতে পিছোতে পারে।

হঠাৎ রাগ হ'য়ে যায় সোনালীর। ভেবেছে কি শোভন? পুরোন বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে এ কি ধরণের অনুরোধ? নাঃ, এখনই রবিকে ফোন ক'রে সব কথা খুলে ব'লবে।.... কিন্তু দ্বন্দ্ব যে সোনালীর নিজের মনে। আশ্চর্য, সেটা টের পেয়েই কি শোভন ছুটে এসেছিল তার কাছে? না কি ভাবল, একটা শেষ চেষ্টা ক'রে দেখি? যেটাই হোক্, গত কয়েক ঘন্টায় সোনালীর নিজের মনে যে উথাল পাথাল হ'চ্ছে, তা'কে তো সে নিজে অস্বীকার ক'রতে পারে না। যে কালো লোকগুলো ওকে দিনরাত ভাবায়, তাদের সাথে গোবিন্দর কোথায় যেন একটা সম্পর্ক আছে। গোবিন্দ, তার পরিবারও ঐ লোকগুলোর মত অসহায়; এদের জীবনে ন্যায়বিচারের আশা করাটাই অন্যায়। কিন্তু সোনালী যদি পারে? একটুও সাহায্য ক'রতে? এই তো সুযোগ। ওদের পাল্লাটা একটু ভারী করার। ওদের প্রতি সোনালীর কি কোন দায়িত্বই নেই?

৪

কি করি, কি করি ক'রে পরদিনটা কেটে গেল। কাল ভোরেই রবির ফ্লাইট। রাত্রিবেলা তাই তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে শুয়ে পড়ে রবি। সোনালী এঘর ওঘর ক'রতে ক'রতে শুনতে পায় রবির হাঁক — "কি হ'ল, সোনা? শুতে এসো তাড়াতাড়ি। কাল আবার খুব ভোরে উঠতে হবে।"

হঠাৎ আইডিয়া। যেন বিদ্যুৎঝলকে হানা দেয় সোনালীর মনে। মিয়োন গলায় জবাব দেয়,

"আসছি। শরীরটা ঠিক ভাল লাগছে না।"

"কি হ'ল?"

"আনইজি লাগছে। খাওয়াটা বোধহয়...."

"জোয়ানের আরক-টারক নেই বাড়ীতে? কতবার ব'লেছি আনিয়ে রেখো। থাকলে খেয়ে নাও। ঠিক হ'য়ে যাবে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ খাচ্ছি।"

"আমি শুয়ে প'ড়লাম।" রবির গলা ভেসে আসে।

"ভোরে উঠতে হবে। ফ্লাইট্ মিস্ ক'রলে মুশকিল। উইকে মাত্র দুটো ফ্লাইট্ যায়।"

ট্যাবলেট বার করে সোনালী। প্যাকেটের গায়ে প'ড়ে নেয় — এল.এ.এক্স.এ.টি.আই.ভি.ই.। হ্যাঁ, এতেই কাজ হবে।

রাত দুটো নাগাদ সোনালীর ধাক্কায় ধড়মড় ক'রে উঠে বসে রবি।

"কি হ'ল? অ্যালার্ম বেজে গেছে?"

"না, না। শোন, আমার মনে হয় ফুড্ পয়জনিং হ'য়েছে। এর মধ্যেই তিন-চারবার গেছি। আবার পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে।"

সোনালীর ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে চিন্তায় পড়ে রবি।

"মাই গড্। এখন কি করা যায়? এত রাতে কোন ডাক্তারকে ডাকাও তো মুশকিল। ওষুধ খেয়েছ তো?"

"হ্যাঁ, কিন্তু কাজ তো কিছু হচ্ছে না।"

"আর কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমাকেও তো বেরিয়ে যেতে হবে। প্রবলেম হ'য়ে গেল।"

আস্তে আস্তে ঘাড় তুলে সোনালী রবির দিকে তাকায়।

"তোমার ট্যুরটা একটু পিছিয়ে দিতে পারবে না? প্লীজ?"

"না, না, তা কি ক'রে হয়। .... তুমি অত ভাবছ কেন সোনা? তাছাড়া টিনা তো আছে। সকাল হ'লেই ডাক্তারকে খবর দেবে। আমি দু'দিনের মধ্যেই এসে প'ড়ব।"

"প্লীজ্ রবি।" সোনালীর চোখের কোন চিক্‌চিক্ ক'রছে। "তোমার কাছে কোনদিন কিছু চাই বল? চারদিকে যা 'গ্যাসট্রো-এন্ট্রাইটিস্' হচ্ছে, বড্ড ভয় করে। তাছাড়া, তুমি পাশে না থাকলে বড্ড হেল্পলেস্ লাগে। একটা দিন পিছিয়ে দাও না, এমন কি হবে?"

"ঠিক একটা দিন তো নয়। আবার দু'দিন বাদে ফ্লাইট্। ..... আচ্ছা ঠিক আছে।" দীর্ঘশ্বাস পড়ে রবির। "তুমি যখন এতবার ব'লছ আর কাজটাও ঝামেলার। আরও দুটো দিন ভাববার সময় পাওয়া যাবে।"

"ওঃ রবি।" স্বামীর কাঁধে মাথা হেলিয়ে দেয় সোনালী।" এত নিশ্চিন্ত লাগছে। তোমার অফিসেও সব ঠিক হ'য়ে যাবে, দেখো।"

মাথার মধ্যে পাথরের মত বোঝাটা, আর নেই, টের পায় সোনালী। মনে মনে বলে, "আমার কাজ আমি করলাম, শোভন। বাকিটা তোরা দেখিস্।